ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাইর 'বিদ্যারম্ভ', একাদশী-দিবসে জগদীশ ও হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণ ও নানাবিধ বাল্য-চাপল্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌর-গোপালের 'হাতে-খড়ি' এবং 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। নিমাই দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন; দুই-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ফলা, বানান প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিলেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম-মালা লিখিতে ও পড়িতে থাকিলেন। গৌর-গোপাল কখনও বা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, কখনও বা আকাশের চন্দ্র-নক্ষত্র-সমূহকে আনিয়া দিবার জন্য পিতা-মাতার নিকট অতিশয় আব্দার করিতেন, এবং ঐসকল বস্তু না পাইলে অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকিতেন। একমাত্র 'হরিনাম' ব্যতীত বালককে সান্ত্বনা করিবার আর কোনও উপায় ছিল না। একদিন সকলে পুনঃ পুনঃ 'হরিনাম' করিতে থাকিলেও নিমাইর ক্রন্দন-নিবৃত্তি না হওয়ায় ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধানোদ্দেশে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, নিমাই নবদ্বীপস্থ শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত-নামক দুইজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে, একাদশী-দিবসে যে-সকল বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবার জন্য ঐরূপ ক্রন্দনলীলার অভিনয় করিয়াছেন। বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রদান-বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক নিমাইকে সান্ত্বনা করিয়া আপ্তবর্গ উক্ত ভাগবতদ্বয়ের গৃহে গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলেন, তাঁহারা নিমাইকে অলৌকিক-পুরুষ-জ্ঞানে বিষ্ণর্থে প্রস্তুত যাবতীয় নৈবেদ্য প্রদান করিলেন; ফলে, নিমাইর ক্রন্দনও নিবৃত্ত হইল। নিমাই বয়স্যগণের সহিত পরিহাস, কলহ এবং মধ্যাহ্নে গঙ্গা-স্নানকালে তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়া প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকার চাঞ্চল্যলীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিকে পুরুষগণ যেমন শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের নিকট প্রত্যহ নিমাইর দুর্ব্যবহার-বিষয়ে নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিল, অপরদিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার শ্রুতিগোচর করাইল। শচীদেবী সকলকে মিষ্টবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রব শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার অভিলাষে মধ্যাহ্ন-কালে গঙ্গাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়া অন্য পথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া রাখিলেন যে, যদি মিশ্র আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহারা মিশ্রকে 'অদ্য নিমাই গঙ্গাস্নানে আসে নাই'---এইরূপ বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গাঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া মিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, নিমাই অস্নাত-অবস্থায় পূর্বাহ্ণের ন্যায় সর্বাঙ্গে মসিবিন্দু-লিপ্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। মিশ্র প্রেমের স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুর্য বুঝিতে পারিলেন না। বালককে অভিযোগকারিগণের কথা জানাইলে বালকরূপী নিমাই বলিলেন যে---"আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে গঙ্গাঘাটে গমন ও তথায় তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ উপদ্রবের কথা মিথ্যা করিয়া বলেন, তখন আমি সত্য সত্যই তাঁহাদের প্রতি উপদ্রব করিব।" নিমাই এরূপ চাতুর্য-লীলা বিস্তার করিয়া পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,---"এ বালক কে? অথবা স্বয়ং কৃষ্ণই কি গুপ্তভাবে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন?" (গৌঃ ভাঃ)

নিমাইর বিদ্যারম্ভ-কাল—

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি' কাল।।১।।

শুভদিনে বিদ্যারম্ভ সংস্কার-সম্পাদন—

শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।।২।।

কিয়দ্দিবসান্তে নিমাইর কর্ণবেধ বা চৌড়-সংস্কার-বিধান—

কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ।।৩।।

লিখন পঠন-বিষয়ে নিমাইর অদ্ভুত মেধার পরিচয়—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি' যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্বজনে চায়।।৪।।

সর্বক্ষণ অক্ষরসমূহে কৃষ্ণনাম-স্ফূর্তি, কৃষ্ণনাম-লিখন-পঠন—

দিন দুই-তিনেতে পড়িলা সর্ব 'ফলা'।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা।।৫।।
রাম,কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন, পড়েন কুতূহলী।।৬।।

সুকৃতি জনগণেরই সহপাঠি-শিশুগণ-সহ ভগবানের অধ্যয়ন-লীলা-দর্শন—

শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি দেখে সর্ব-নদীয়ায়।।৭।।

মধুর-স্বরে প্রভুর পাঠে সকলের মোহ—

কি মাধুরী করি' প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ', বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্বজীব ভোলে।।৮।।

নিমাইর অদ্ভুত আব্দার—

অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে, সেই পরম দুষ্কর।।৯।।

শূন্যে উড্ডীয়মান পক্ষী-প্রাপ্তি-বাঞ্ছা—

আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি' যায়ে।।১০।।

ব্যোমস্থিত চন্দ্র-তারকার অভিলাষ—

ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাত-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন।।১১।।

সকলের সান্ত্বনা-সত্ত্বেও নিমাইর অস্থিরতা—

সান্ত্বনা করেন সভে করি' নিজ-কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর, 'দেও দেও' বলে।।১২।।

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

সবে একমাত্র আছে মহা-প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর।।১৩।।

হরিবোল ধ্বনিতে নিমাইর চাঞ্চল্য-ত্যাগ—

হাতে তালি দিয়া সবে বোলে 'হরি হরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি'।।১৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

হাতে খড়ি,—বিদ্যারম্ভ-সংস্কার।।১।।

কর্ণবেধ,—চূড়াকরণ-সংস্কারেরেই অন্তর্গত; ইহারই নাম—বেদবাণী শ্রবণারম্ভ অথবা ভগবদিতর-কথা-শ্রবণ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-কথা শ্রবণে অধিকার-লাভ।

চূড়াকরণ,—দশসংস্কারের অন্যতম সংস্কারবিশেষ, চৌড়সংস্কার বা শিখা-সংরক্ষণ-সংস্কার। চূড়া—পূর্বে বেদাগ্নি-শিখা নামে, পরে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নৈষ্কর্মবাদী মায়াবাদিগণ কর্মকাণ্ডেই শিখার তাৎপর্য ন্যস্ত করেন বলিয়া শিখা ধ্বংস করিয়া কর্মকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু বৈদিক ত্রিদণ্ডিগণ তুর্যাশ্রমেও কর্ম পরিহারপূর্বক ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইবার চিহ্নস্বরূপ চৌড়-সংস্কার পরিহার করেন।।৩।।

ফলা, এক অক্ষরের সহিত অপর অক্ষরের সংযোগকালে সংযোজ্য অক্ষরকে 'ফলা' বলে; যথা ণ, ন, ম, য, র, ল ও ব-ফলা ইত্যাদি।।৫।।

মিশ্র ভবন—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাভিন্ন ধাম—

বালকের প্রীত্যে সবে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথগৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।।১৫।।

একদিন সকলের হরিনামকীর্তন-সত্ত্বেও প্রভুর অবিরত ক্রন্দন-বাহুল্য—

একদিন সবে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন।।১৬।।

সকলের নিমাইকে ভুলাইবার চেষ্টা—

সবেই বোলেন,—"শুন, বাপ রে নিমাই!
ভাল করি' নাচ',—এই হরিনাম গাই।।"১৭।।

তথাপি নিমাইর ক্রন্দন-হেতু সকলের তৎকারণ জিজ্ঞাসা—

না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন।
সবে বলে',—'বোল, বাপ, কান্দ' কি কারণ?'১৮।।

সকলের নিমাইর ক্রন্দনকারণ-দূরীকরণেচ্ছা—

সবেই বোলেন,—"বাপ, কি ইচ্ছা তোমার?
সেই দ্রব্য আনি' দিব, না কান্দহ আর।।"১৯।।

প্রভুর উত্তর—

প্রভু বোলে,—"যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ'।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ'।।২০।।

হিরণ্য-জগদীশ-পণ্ডিতদ্বয়-সমীপে গমনার্থ আদেশ—

জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত।।২১।।

হরিবাসরে তৎকৃত সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভোজনেচ্ছা—

একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার।।২২।।

হরিনৈবেদ্য-ভোজনেই ক্রন্দন-শান্তি-সম্ভাবনা—

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই' হাঁটিয়া বেড়াঙ।।'২৩।।

নিমাইর অদ্ভুত প্রার্থনা-পূরণ অসম্ভব জ্ঞানে শচীর খেদ—

অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
'হেন কথা কহে, যেই নহে লোক বেদ।।'২৪।।

নিমাইকে সান্ত্বনার্থ সকলেরই তদভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার—

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
সবে বোলে,—'দিব, বাপ, সম্বর' ক্রন্দন।।'২৫।।

মিশ্রের অভিন্ন সুহৃদ্দ্বয়—

পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথমিশ্র-সহ অভেদ-জীবন।।২৬।।

নিমাইর আকাঙ্ক্ষা শ্রবণে হিরণ্য-জগদীশের সন্তোষ—

শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।।২৭।।

নিমাইর অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা ও সর্বজ্ঞতায় উভয়ের বিস্ময়—

দুই বিপ্র বোলে,—"মহা-অদ্ভুত কাহিনী!
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি।।২৮।।
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর।।২৯।।

কুতূহলী,—উৎসুক, ব্যগ্র।।৬।।

পরম সুকৃতি মহাসৌভাগ্যবান্ জনগণ।।৭।।

মাধুরী, মাধুর্য, মনোহারিতা; ভোলে,—মুগ্ধ হয়।।৮।।

দুষ্কর,—দুর্লভ।।৯।।

প্রতিকার,—প্রতিষেধক উপায়, ঔষধ।।১৩।।

পাসরি,—ভুলিয়া, বিস্মৃত হইয়া।।১৪।।

এতদ্দ্বারা তিনি প্রাপঞ্চিকজগতে কৃষ্ণকীর্তন-বর্জিত বদ্ধ জীবকুলের অতৃপ্ত জড়বাসনার হেয়তা এবং কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণেই যে-সকল অসুবিধা বা বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত স্থির বা অচঞ্চল হয় ও কৃষ্ণপ্রীতি বর্দ্ধিত হয়,—এরূপ আদর্শ দেখাইলেন।।১৩-১৪।।

গৌরের অলৌকিক রূপ-দর্শনে তাঁহাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—

বুঝিলাঙ—এ শিশু পরম-রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান।।৩০।।

গৌরকে নারায়ণ-জ্ঞান—

এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।'৩১।।

নিমাইকে সমস্ত বিষ্ণুনৈবেদ্যার্পণ—

মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার।।৩২।।

নিমাইকে উভয়ের নৈবেদ্য-ভোজনার্থ অনুরোধ, তদ্ভোজনেই স্বাভীষ্ট-পূর্তি-জ্ঞাপন—

দুই বিপ্র বোলে,—'বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার।।'৩৩।।

বিপ্রদ্বয়ের বিষ্ণুদাস্য-প্রভাব—

কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়।।৩৪।।

জগদীশ্বর শ্রীচৈতন্যের ভক্ত্যেকবশ্যতা—

ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি-নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি।।৩৫।।

নিত্যদাসগণেরই প্রভুর শৈশব লীলা-দর্শন-সামর্থ্য—

হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি' দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে।।৩৬।।

প্রভুর বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন—

সন্তোষ হইলা সব পাই' উপহার।
অল্প-অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার।।৩৭।।

স্বভক্ত-প্রদত্তান্ন-ভোজনে নিমাইর ক্রন্দনোপশম—

হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়।।৩৮।।

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি, নিমাইর ভোজ ও নৃত্য—

'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্তনে।।৩৯।।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—শ্রীবসুদেব বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বতত্ত্ব; বৈকুণ্ঠধামে অচিন্ময়াশক্তিবৈভব কুণ্ঠাধর্ম বা গুণত্রয়ের অনবস্থান-হেতু উহা অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব 'তদ্রূপবৈভব'। এই শুদ্ধসত্ত্বে বা বৈকুণ্ঠেই শ্রীহরির নাম, স্বরূপ বা বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত, সুতরাং জগন্নাথমিশ্রভবনে পূর্বে শ্রীহরিনামের বা শ্রীহরির অভাব-হেতু উহা বৈকুণ্ঠধাম ছিল না, কিন্তু পরে উহা বৈকুণ্ঠধামরূপে পরিণত হইল, এরূপ কল্পনা—প্রাকৃত গুণাচ্ছন্ন মনোধর্ম, সুতরাং বাস্তব-সত্য নহে। চিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, উহা অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে; আর অচিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই অচিচ্ছক্তিবিলাস এবং হরিবিমুখ-জীবের অক্ষজজ্ঞান বা ভোগ-ভূমিকা; উহা চিচ্ছক্তিবিলাস নহে।।১৫।।

ভাগবত—ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব, হরিজন; অভিমত,—বাসনা, অভিলাষ।।২১।।

উপহার,—নৈবেদ্য।।২২।।

সুস্থ,—শান্ত, স্থির।।২৩।।

'জগদীশপণ্ডিত' ও 'হিরণ্যপণ্ডিত' নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোদ্রুমদ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্যজগদীশ পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা (একাদশী-দিবসে) প্রচুর-পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। একাদশী দিবসে উপবাস বিধি—কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্তু স্ব-সৃষ্ট-বিধি নিষেধাতীত নিখিল-সেবোপকরণের একমাত্র উপভোক্তা অদ্বিতীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাস-বিধি নাই বলিয়া ভগবানকেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্বপ্রকার ভোগ পরিহারপূর্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা সেবনদ্বারা প্রসাদ-সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না, কিন্তু ভক্তপতি ভগবান্ শ্রীহরি তদীয়বাসরে ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণও সেইসকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।।২১-২৩।।

যেই নহে লোক-বেদ,—যাহা লোকে ও বেদে প্রচারিত নাই, যাহা লোক-বেদ-বহির্ভূত, যাহা লৌকিক ও বৈদিক রীতির অতীত, অর্থাৎ 'সৃষ্টিছাড়া'।।২৪।।

নিমাইর বালোচিত ভক্ষণ-রীতি—

কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কা'রো গা'য়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়।।৪০।।

সর্বশাস্ত্রোদ্গীত প্রভুর শচীপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া—

যে প্রভুরে সর্ব বেদে-পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে।।৪১।।

চঞ্চল বালকসঙ্গিগণ-সহ নিমাইর চাঞ্চল্য—

ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর।।৪২।।

সঙ্গিগণ-সহ নানাস্থানে চাপল্য-প্রদর্শন-লীলা—

সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে।।৪৩।।

অন্যান্য শিশুগণ-সহ কৌতুক ও কলহ—

অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতুহল।
সেহ পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল।।৪৪।।

প্রভু-পক্ষীয় বালকগণের জয়, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী বালকগণের পরাজয়—

প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি' চলে।।৪৫।।

ধূলি-ধূসরিত ও মসীলিপ্তাঙ্গ গৌর-গোপাল—

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর।।৪৬।।

অধ্যয়নান্তে সঙ্গিগণ-সহ গঙ্গাস্নানার্থ গমন—

পড়িয়া শুনিয়া সর্বশিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে।।৪৭।।

বালকগণ-সহ গঙ্গামধ্যে নিমাইর জলক্রীড়া—

মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি।।৪৮।।

তৎকালীন নবদ্বীপের জনসমৃদ্ধি ও গঙ্গাঘাটে লোকসংঘট্ট বর্ণন—

নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে?
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।।৪৯।।

চতুর্বর্ণাশ্রমী ও আবালবৃদ্ধবনিতার গঙ্গাঘাটে স্নানার্থ সমাগম—

কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি'।।৫০।।

প্রভুর অপূর্ব জলক্রীড়া—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে, ক্ষণে ভাসে, নানা ক্রীড়া করে।।৫১।।

জলক্রীড়া-কালে অন্য গাত্রে স্বপদস্পৃষ্ট জলবিন্দু নিক্ষেপ—

জল ক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর।
সবাকার গা'য়ে লাগে চরণের নীর।।৫২।।

সকলের নিবারণ-সত্ত্বেও তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি; শীঘ্রগতি-হেতু সকলের স্পর্শাতীত—

সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক-স্থানে।।৫৩।।

বারংবার সকলকে স্নান-শ্রম-স্বীকারে প্রবর্তন—

পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয়, কারো অঙ্গে কুল্লোল-প্রদান।।৫৪।।

সন্তোষে পূর্ণিত,—হর্ষপূর্ণ।।২৭।।

হিরণ্য ও জগদীশ জগন্নাথমিশ্রের 'অভিন্ন হৃদয়' সুহৃৎ অর্থাৎ মিশ্রের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।।২৭।।

করি' হরিষ অপার—অশেষ হর্ষভরে।।৩২।।

পাঠান্তরে,—'সাৎ' অর্থাৎ ভুক্ত, স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। আমরা যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে এইসকল নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই কৃষ্ণবস্তুই যখন সাক্ষাদ্ভাবে উহা গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইল।।৩৩।।

কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার সুবুদ্ধি প্রদান করেন এবং জীবও সেই কৃপা-গ্রহণে সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়। ভগবানের নিত্যদাস ব্যতীত হরিবিমুখ ব্যক্তির কখনও এইপ্রকার সেবা-প্রবৃত্তি হইতে পারে না। পাঠান্তরে,—'যারে কৃপা হয় তান, সেই জানয়'।।৩৪।।

শাস্তি-প্রদানে অসামর্থ্য-হেতু সকলের মিশ্র-সমীপে গমন—

না পাইয়া প্রভুর নাগালি বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁ'র জনকের স্থানে।।৫৫।।

মিশ্র-সমীপে পুরুষগণের নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-বর্ণন—

''শুন, শুন, ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব।।৫৬।।
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।''
কেহ বোলে,—''জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান''।।৫৭।।

আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া নির্দেশ—

আরো বোলে,—''কারে ধ্যান কর, এই দেখ।
কলিযুগে 'নারায়ণ' মুঞি পরতেখ।।''৫৮।।

অন্যান্য বহু অভিযোগ—

কেহ বোলে,—''মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।''
কেহ বোলে,—''মোর লই' পলায় উত্তরী।।''৫৯।।
কেহ বোলে,—''পুষ্প, দূর্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন।।৬০।।
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই' পরি' তবে করে পলায়নে।।''৬১।।

পূজক-সমীপে আপনাকে তদ্ভীষ্ট-দেবস্বরূপে নির্দেশ—

আরো বোলে,—''তুমি কেনে দুঃখ ভাব' মনে?
যা'র লাগি' কৈলা, সেই খাইলা আপনে।।''৬২।।

অন্যান্য নানা অভিযোগ—

কেহ বোলে,—''সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া।।''৬৩।।
কেহ বোলে,—''আমার না রহে সাজি ধুতি''।
কেহ বোলে,—''আমার চোরায় গীতা-পুঁথি।।''৬৪।।
কেহ বোলে,—''পুত্র অতি-বালক, আমার।
কর্ণে জল দিয়া তা'রে কান্দায় অপার।।''৬৫।।
কেহ বোলে,—''মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুঞিরে মহেশ' বলি' ঝাঁপ দিয়া পড়ে।।''৬৬।।
কেহ বোলে,—''বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে।।৬৭।।
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তা'র সঙ্গে।।৬৮।।
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল! ৬৯।।

মিশ্রকে স্তুতিবাক্যে নিমাইর শাসনার্থ উত্তেজনা—

পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ!
নিত্য এইমত করে, কহিলুঁ তোমাত।।৭০।।
দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে।।''৭১।।

বালিকাগণের শচী সমীপে আগমন—

হেন কালে পার্শ্ববর্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা।।৭২।।

নাহি জানি,—জ্ঞেয় নহেন, গণি,—গণ্য।

জীবের ঔপাধিকী চেষ্টা হইতে কখনই চৈতন্যদেবে ভক্তির উদয় হয় না। যাঁহার হৃদয়ে আত্মবৃত্তি ভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনিই চৈতন্যদেবকে বুঝিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যনারায়ণের লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।।

যাঁহারা পরমসুকৃতিশালী ও প্রতিজন্মে শ্রীভগবানের নিত্যকিঙ্কর, তাঁহারাই নয়ন সার্থক করিয়া এই ব্রাহ্মণবটুর শৈশব-লীলা দর্শন করেন।।৩৬।।

ঘুচিল,—উপশান্ত বা নিবৃত্ত হইল; বায়ু,—প্রবল ঝোঁক, উৎকট সখ।।৩৮।।

আপন-কীর্তন,—শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীহরিস্বরূপ বলিয়া তাঁহার একটী নাম—'গৌরহরি'; সুতরাং শ্রীহরিকীর্তন—তাঁহার নিজেরই কীর্তন।।৩৯।।

ত্রিদশের রায়,—যাঁহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক,—এই ত্রিতাপ নাশ করেন, অথবা যাঁহারা যুগপৎ জন্ম, স্থিতি ও নাশ বা বাল্য, যৌবন ও জরা,—এই অবস্থাত্রয়বিশিষ্ট, অথবা যাঁহারা—৩৩ সংখ্যা বিশিষ্ট, যথা, আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮ ও বিশ্বদেব ২, তাঁহারাই ত্রিদশ বা দেবতা; তাঁহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্বেশ্বরেশ্বর গৌর-বিষ্ণু।।৪০।।

নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে তাহাদের নানা অভিযোগ—

শচীরে সম্বোধিয়া সবে বোলেন বচন।
"শুন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুত্রের করম।।৭৩।।
বসন করয়ে চুরি, বোলে অতি-মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব।।৭৪।।
ব্রত করিবার যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।।৭৫।।
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তা'র সঙ্গে।।৭৬।।
অলক্ষিতে আসি' কর্ণে বোলে বড় বোল।"
কেহ বোলে,—"মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।।"৭৭।।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহ বোলে,—"মোরে চাহে বিভা করিবারে।।"৭৮।।

স্বাধীন রাজপুত্রের ন্যায় নিমাইর আচরণ-জিজ্ঞাসা—

প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার? ৭৯।।

দ্বাপরযুগীয় নন্দনন্দন কৃষ্ণের ন্যায় নিমাইর চাপল্যাচরণ—

পূর্বে শুলিলাঙ যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাই তোমার।।৮০।।

স্ব-স্ব-পিতামাতার সহিত মিশ্র-শচীর কলহোৎপাদন-ভয়-প্রদর্শন—

দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা' সনে।।৮১।।

শিষ্টাধ্যুষিত নবদ্বীপের নিমাইর অশিষ্টাচরণ অশোভন—

নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল।।"৮২।।

শচীর মধুর আশ্বাসপ্রদান-বাক্য—

শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী।।৮৩।।

নিমাইকে শচীমাতার বন্ধন-প্রতিজ্ঞা—

"নিমাই আইলে আজি বাড়্যামু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া।।"৮৪।।

বেদে-পুরাণে,—শাস্ত্রে।।৪১।।

সংহতি,—সমূহ, সঙ্ঘ, গণ; এস্থলে সঙ্গে। কোঙর—'কুমার'-শব্দের অপভ্রংশ, পুত্র-সন্তান।।৪২।।

কুতুহল,—কৌতুক; বাজয়, বাধে, লাগে বা আরম্ভ হয়; কোন্দল,—সংস্কৃত 'কন্দল' শব্দের অপভ্রংশ, কলহ, বিবাদ, 'ঝগড়া'।।৪৪।।

প্রভুর,—প্রভুর স্ব-পক্ষীয়; জিনে,—জয় করে; হারি' চলে—হারিয়া যায়, পরাজিত হয়।।৪৫।।

লিখন,—লিখিবার।।৪৬।।

মজ্জিয়া,—মজ্জিত বা মগ্ন হইয়া ডুবিয়া।।৪৮।।

সম্পত্তি,—সম্পদ, গৌরব, শোভা; অসংখ্যাত,—অগণিত।।৪৯।।

কুল্লোল,—(হিন্দী 'কুল্লা'-শব্দ), কুল্‌কুচা, মুখোৎক্ষিপ্ত জল।।৫৪।।

নাগালি, সাক্ষাৎ,—সান্নিধ্য।।৫৫।।

অপন্যায়,—ন্যায়-বিরুদ্ধ, অন্যায়, অন্যায্য, অনুচিত কার্য।।৫৬।।

উত্তরী,—'উত্তরীয়' শব্দের সংক্ষেপ; নাভির ঊর্ধ্ববসন, উড়ানি, চাদর।।৫৯।।

যাঁর লাগি' .....আপনে,—"যাঁহার উদ্দেশ্যে তুমি এই সকল পূজা-সম্ভার ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়াছ, তিনি স্বয়ংই ঐগুলি গ্রহণ করিলেন।" ইহাতে নির্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বিচার করেন যে, প্রভু বাল্যকালে অহংগ্রহোপাসক ছিলেন। কিন্তু মায়াবাদিগণের এইরূপ বিচার প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের বস্তু-জ্ঞানাভাবই প্রদর্শন করে। শ্রীচৈতন্যদেব—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মূল-নারায়ণ-বস্তু; জীবের ন্যায় তাঁহাতে নাম-নামী, দেহ দেহি-বিভেদ নাই, নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার তনু-জ্যোতি মাত্র; সুতরাং নির্বিশেষবাদীর কল্পনা তাঁহাকে স্পর্শ করে না,—তিনি তদতীত অধোক্ষজ বস্তু।।৬২।।

সাজি,—ফুলের ডালা; ধৃতি,—পরিধেয় বস্ত্র; চোরায়,—চুরি করে।।৬৪।।

শচীকে প্রণামান্তে বালিকাগণের পুনর্গঙ্গা-স্নানে যাত্রা—

শচীর চরণধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে।।৮৫।।

প্রভুর অত্যাচারে সকলের বাহ্য রোষাভাস সত্ত্বেও বস্তুতঃ অন্তরে সন্তোষ—

যতেক চাপল্য প্রভু করে যা'র সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে।।৮৬।।

কৌতুকচ্ছলে মিশ্রের নিকট অভিযোগমাত্রেই মিশ্রের ক্রোধভরে নিমাইর উদ্দেশ্যে তর্জ্জন—

কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি' মিশ্র তর্জে গর্জে সদম্ভ-বচনে।।৮৭।।
''নিরবধি ও ব্যভার করয়ে সবারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে।।৮৮।।
এই ঝাঁট যাঙ তা'র শাস্তি করিবারে।''
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে।।৮৯।।

নিমাইকে প্রহারার্থ মিশ্রের অভিগমন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর তদবগতি—

ক্রোধ করি' যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্বভূতের ঈশ্বর।।৯০।।

বালকগণ-মধ্যে নিমাইর গঙ্গাজলে ক্রীড়া—

গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর।।৯১।।

নিমাইকে মিশ্রহস্ত হইতে রক্ষণাশায় তাঁহাকে বালিকাগণের পলায়নার্থ উপদেশ—

কুমারিকা সবে বোলে,—''শুন বিশ্বম্ভর!
মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর।।''৯২।।

ক্রুদ্ধ মিশ্রের আগমনে বালিকাগণের পলায়ন—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইলেন ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে।।৯৩।।

স্বীয় নির্দোষতা-প্রতিপাদনার্থ সঙ্গিগণকে নিমাইর পিতা-সমীপে স্বীয় অনুপস্থিতি-কথনে আদেশ—

সবারে শিখায় মিশ্র—স্থানে কহিবার।
''স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার।।৯৪।।
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া।।''৯৫।।

প্রভুর অন্যপথে গৃহে পলায়ন, মিশ্রের গঙ্গাঘাটে আগমন—

শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর।।৯৬।।

স্ত্রীবাসে, পুরুষবাসে,---স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে; বিফল,---ব্যাকুল, বিহ্বল, অবসন্ন, অভিভূত।।৬৯।।

কোপ-মনে,--কুপিত-চিত্তে।।৭২।।

দ্বন্দ্ব,---বিবাদ, কলহ।।৭৪।।

বল করিয়া,---বল-পূর্বক, জোর করিয়া।।৭৫।।

চপল,---ধৃষ্ট, চঞ্চল, দুষ্ট; অলক্ষিতে . . . . বোল,---হঠাৎ কানের নিকট আসিয়া উচ্চঃরবে চীৎকার করে।।৭৭।।

বিভা,---'বিয়া', সংস্কৃত বিবাহ-শব্দের অপভ্রংশ।।৭৮।।

রাজার কুমার,---রাজপুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী, স্বতন্ত্র।।৭৯।।

বালিকাগণ বলিতে লাগিল,---আমরা যে-দিন অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের পিতামাতার নিকট এই সকল কথা বলিয়া দিব, সেই দিন তোমাদের সহিত আমাদের পিতামাতার নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে।।৮১।।

নিবারণ,---নিবৃত্তি, নিষেধ; ছাওয়াল,---'শাবক'-শব্দের অপভ্রংশ; শিশুপুত্র, ছোট- ছেলে। নদীয়া-নগরীতে বহু ভদ্র সম্ভ্রান্ত-লোকের বাস; তাহাদিগের মধ্যে নিমাইর এরূপ অন্যায় কার্য শোভনীয় নহে।।৮২।।

বাড়্যামু,---বাড়ি, লাঠি বা ঠেঙ্গা যষ্টি-দ্বারা প্রহার করিব। পাঠান্তরে, 'এড়িমু',---ছাড়িব।।৮৪।।

পরমার্থে,---যথার্থতঃ, প্রকৃত-প্রস্তাবে, বস্তুতঃ।।৮৬।।

সদম্ভ,---সগর্ব, সাহঙ্কার।।৮৭।।

ব্যভার,---'ব্যবহার'-শব্দের অপভ্রংশ, আচরণ।।৮৮।।

নিমাইর নিমিত্ত মিশ্রের ব্যর্থ অনুসন্ধান—

আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে।
শিশুগণ-মধ্যে পুত্রে দেখিতে না পায়ে।।৯৭।।

নিমাইর অবস্থিতি-জিজ্ঞাসা, শিশুগণের নিমাইর শিক্ষানুসারে মিথ্যা কথন—

মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—"বিশ্বম্ভর কতি গেলা?"
শিশুগণ বোলে,—"আজি স্নানে না আইলা।।৯৮।।
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সভে আছি এই তা'র অপেক্ষা করিয়া।।"৯৯।।

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের গর্জন—

চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
তর্জগর্জ করে বড় লাগ্ না পাইয়া।।১০০।।

কৌতুকচ্ছলে অভিযোগকারী বিপ্রগণের প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণন—

কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া।।১০১।।
"ভয় পাই' বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তা'রে।।১০২।।

সকলের মিশ্রকে স্বগৃহে প্রেরণ, নিমাইর পুনঃ অত্যাচারে নিমাইকে মিশ্রকরে অর্পণাঙ্গীকার—

আরবার আসি' যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি' দিব তোমার গোচরে।।১০৩।।

আপনাদিগের কৌতুক-ব্যবহার-বর্ণন, মিশ্রের ভাগ্য-প্রশংসা—

কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা'-স্থানে।
তোমা' বই ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।।১০৪।।

বিশ্বম্ভরের অবস্থানে ক্ষুত্তৃট্শোক-বিক্রমাভাব—

সে হেন নন্দন যা'র গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিতে পারে তা'রে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকে?১০৫।।

পিতৃরূপে প্রভুসেবনকারী মিশ্রের পরমসৌভাগ্য-প্রশংসা—

তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তা'র মহাভাগ্য,—যা'র এ-হেন নন্দন।।১০৬।।

বিশ্বম্ভরের প্রতি সকলের অকৃত্রিম বিশ্রম্ভ-স্নেহ—

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তা'রে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে।।"১০৭।।

নিত্য কৃষ্ণকৈঙ্কর্য-হেতু বিপ্রগণের কৃষ্ণৈকপরায়ণা সুবুদ্ধি—

জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এইসব জন।
এ সব উত্তমবুদ্ধি ইহার কারণ।।১০৮।।

পরিকরগণ-সহ প্রভুর অধোক্ষজ-লীলা—প্রভুর মায়া-মুগ্ধ লোকের বোধাতীত—

অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বুঝিতে।।১০৯।।

দৈন্যোক্তি দ্বারা মিশ্রের নিজের ও পুত্রের দোষ-ক্ষমাপণ—

মিশ্র বোলে—"সেহ পুত্র তোমা' সবাকার।
যদি অপরাধ লহ,—শপথ আমার।।"১১০।।

মৈত্রীকরণান্তে মিশ্রের স্বগৃহে আগমন—

তা' সবার সঙ্গে মিশ্র করি' কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হই' কুতূহলী।।১১১।।

গ্রন্থহস্তে নিমাইর অন্যপথে গৃহে আগমন—

আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু-বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুঁথি, যেন শশধর।।১১২।।

মসীবিন্দু-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা—

লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।।১১৩।।

রাখিলেই কেহ রাখিতে না পারে,---রক্ষা করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে আসিলেও আমাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।।

সর্বভূতের ঈশ্বর,---সকল প্রাণীর অন্তর্যামী।।৯০।।

কুমারিকা,---কুমারী+ক (স্বার্থে)---আপ্ (স্ত্রী), অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকা।।৯২।।

সেই পথে,---যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে।।৯৫।।

কতি,---'কুত্র'-শব্দের অপভ্রংশ, কোথায়।।৯৮।।

স্নানার্থ মাতৃ-সমীপে তৈল-প্রার্থনা—

'জননী!' বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
"তৈল দেহ' মোরে, যাই সিনান করিতে।।"১১৪।।

শচীর স্নানলক্ষণশূন্য পুত্রমুখ-দর্শন—

পুত্রের বচন শুনি' শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত।।১১৫।।

পুত্রকে আদৌ অস্নাত-দর্শনে সংশয়-হেতু বালিকা ও বিপ্রগণের অভিযোগের মিথ্যাত্বানুমান—

তৈল দিয়া শচীদেবী মনে-মনে গণে'।
"বালিকারা কি বলিল, কিবা দ্বিজগণে।।১১৬।।

পূর্বাহ্নবৎ মসীবিন্দু ও বস্ত্র-পরিহিত নিমাই—

লিখন-কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র-পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে।।"১১৭।।

মিশ্র আসিবা মাত্র তৎক্রোড়ে নিমাইর উত্থান—

ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্রে দেখি' কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর।।১১৮।।

বিশ্বম্ভরালিঙ্গনে মিশ্রের বাহ্যজ্ঞান-লোপ ও প্রেমানন্দ—

সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র-দরশনে।।১১৯।।

নিমাইকে ধূলি-ধূসরিত ও অস্নাত-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময়—

মিশ্র দেখে সর্ব-অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত।।১২০।।

তথাপি বিশ্বম্ভরকে তৎ-কৃত দুর্ব্যবহার-জন্য মৃদু ভৎর্সনা—

মিশ্র বোলে,—"বিশ্বম্ভর, কি বুদ্ধি তোমার?
লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার?১২১।।
বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার?
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার?"১২২।।

প্রভুর সর্ব বৃত্তান্ত অস্বীকার, স্বীয় নির্দোষতার কারণ-নির্দেশ—

প্রভু বোলে,—"আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে।।১২৩।।

অভিযোগকারিগণের অন্যায় ও মিথ্যা অভিযোগ-বর্ণন—

সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার।।১২৪।।

অভিযোগ-কারণের মিথ্যাত্ব-সত্ত্বেও অন্যায় অভিযোগ-হেতু যথার্থ দুর্ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্পতা—

না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার।।"১২৫।।

গঙ্গাস্নানে যাত্রা ও বালকসঙ্গিগণ-সহ মিলন—

এত বলি' হাসি' প্রভু যা'ন গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে।।১২৬।।

নিমাইর চাতুর্য-শ্রবণে সকল বালকের আনন্দ, হাস্য ও প্রশংসা—

বিশ্বম্ভর দেখি' সবে আলিঙ্গন করি'।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী।।১২৭।।

কৌতুকে,—বিদ্রূপ বা রহস্যপূর্বক; নিবেদন কৈলা,—অভিযোগ করিল।।১০১।।

তৃষা—তৃষ্ণা।।১০৫।।

জনকরূপে প্রভুর নিত্য সেবক শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সৌভাগ্য-স্তুতিমুখে প্রভুতত্ত্বজ্ঞ বিপ্রগণের উক্তি।।১০৬।।

থুইবাঙ,—রাখিব, স্থাপন করিব (মৈমনসিংহ-জেলায় ব্যবহৃত)।।১০৭।।

উত্তম বুদ্ধি,—ভগবানে সেবা বা প্রীতি-বুদ্ধি।।১০৮।।

মোহন,—সুন্দর; যেন শশধর,—চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, শুভ্র ও উজ্জ্বল।।১১২।।

নিমাইর অঙ্গকান্তি—চম্পকপুষ্প-সদৃশ, ভৃঙ্গকুল-কৃষ্ণবর্ণ; লিখনকালে মসীবিন্দু নিমাইর অঙ্গের স্থানে-স্থানে লাগিয়া থাকায়, বোধ হইতেছিল যেন, চম্পকপুষ্পের চতুর্দিকে ভৃঙ্গকুল বসিয়া রহিয়াছে।।১১৩।।

স্নানের চরিত,—স্নানোচিত লক্ষণ বা চিহ্ন।।১১৫।।

বাহ্য নাহি জানি, বাহ্যজ্ঞান রহিত।।১১৯।।

করিয়াও,—সাক্ষাদ্ভাবে উপলব্ধি বা জ্ঞান করিয়াও; বলিয়াও।।১২২।।

সবেই প্রশংসে,—"ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর।"১২৮।।

বালকগণ-সহ পুনর্জলক্রীড়া—

জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে।
হেথা শচী-জগন্নাথ মনে-মনে গণে।।১২৯।।

শচী-মিশ্রের অভিযোগকারিগণের বাক্যে সংশয় ও তর্ক—

"যে যে কহিলেন কথা, সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে?১৩০।।

স্নানের পূর্বের ন্যায় স্বীয় পুত্রের সাদৃশ্য-দর্শন—

সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ!
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ! ১৩১।।

পুত্রের মনুষ্যত্বে উভয়ের সংশয়, নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর!
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর! ১৩২।।

নিমাইকে মহাপুরুষানুমান—

কোন্ মহাপুরুষ বা,—কিছুই না জানি।।"
হেনমতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি।।১৩৩।।

প্রভুর ইচ্ছায় তদ্দর্শনে উভয়ের পুনর্বাৎসল্য-বুদ্ধির উদয়—

পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে, কিছু নাহি আর।।১৩৪।।

প্রভুর অদর্শনে প্রহরদ্বয়কে যুগদ্বয়ানুভব—

যেই দুইপ্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই' থাকে সে দোঁহারে।।১৩৫।।

মিশ্র-শচীর পরম সৌভাগ্য-বর্ণন—

কোটি-রূপে কোটি-মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ-দোঁহার ভাগ্যের নাহি সমুচ্চয়।।১৩৬।।

গ্রন্থকারের মিশ্র-শচী পদে প্রণাম—

শচী-জগন্নাথ-পায়ে রহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর।।১৩৭।।

প্রভুর ইচ্ছা-শক্তি যোগমায়া-বশে সকলেরই প্রভুর ঐশ্বর্যলীলানুপলব্ধি—

এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহান মায়ায়।।১৩৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৩৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডে বিদ্যারম্ভ-বালচাপল্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সংহতিগণ,—'সাঙ্গাতেরা', সঙ্গী বা সহচরগণ; আগুয়ানে,—'অগ্রবান্'-শব্দের অপভ্রংশ, অগ্র-সর(বর্তী বা গামী) হইয়া।।১২৩।।

অব্যভার—মন্দ বা অন্যায় আচরণ, দুর্ব্যবহার।।১২৪।।

মারণ,—প্রহার।।১২৮।।

গণে',—ভাবে, চিন্তা করে।।১২৯।।

মায়ারূপে—এস্থলে 'মায়া'-শব্দে স্বরূপশক্তি আশ্রয়পূর্বক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্য নর স্বরূপে। লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ খঃ ৪১৩-৪১৪ সংখ্যায়) "মায়া শব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে" এবং "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্।।ইত্যেযা দর্শিতা মধ্বাচার্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ।" (চতুর্বেদশিখা-শ্রুতিঃ)।।১৩২।।

বিচার,—চিন্তা, তত্ত্বনির্ণয়, বিবেচনা, আলোচনা; কিছু নাহি আর,—যেন পূর্বে কোথাও কোন ব্যাপার ঘটে নাই, বা যেন উহার সহিত আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই।।১৩৪।।

নিমাইর বিরহে দুইপ্রহর মাত্র কালই তাঁহার পিতামাতা মিশ্র শচীর নিকট যুগদ্বয়-পরিমিতকাল বলিয়া বোধ হইত।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়।